যায়যায়দিন

তারিখ ... 7 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

ইডেনে ছাত্রলীগের নামে সিট ও ভর্তি বাণিজ্য

সাজিদা ইসলাম

ইডেন মহিলা কলেজে ছাত্রলীগের নামে চলছে ভর্তি বাণিজ্য। সামনে ভর্তি মৌসুম। এজন্য অনেকেই নেত্রীদের কাছে ধরনা দিচ্ছে। এ নিয়ে বিভাগ ভিত্তিতে দর কষাকষিও শুরু হয়েছে। জানা যায়, ইডেন কলেজের পাঁচটি ছাত্রী হোস্টেলে অনুমোদন ছাড়াই অনেক মেয়ে অবস্থান করছে। এর মধ্যে রাজিয়া বেগম ও জেবুন্নেছা হোস্টেলে অনুমোদনহীন মেয়ের সংখ্যা বেশি। এ দুটি হোস্টেলে টাকার বিনিময়ে ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করেছে ছাত্রলীগের কিছু নেত্রী।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজিয়া হলের এক ছাত্রী বলে, সিট বাণিজ্য হচ্ছে একটা ওপেন সিক্রেট। আর এতে মদদ দিচ্ছে প্রশাসন।

ছাত্রীটি জানায়, অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী হওয়ায় তার কাছ থেকে ছয় হাজার টাকা নেয়া হয়েছে। অন্যদের কাছ থেকেও বর্ষ অনুযায়ী টাকা নেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম বর্ষের আট হাজার, দ্বিতীয় বর্ষের ছয় হাজার, মাস্টার্সের দুই থেকে তিন হাজার টাকা করে নেয়া হচ্ছে। শুধু টাকা দিয়ে সিট পাওয়ার মধ্যেই সবকিছু সীমাবদ্ধ নয়। মিছিল, মিটিংসহ দলের যে কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়াটা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। না হলে সিট হারাতে হবে। সঙ্গে অকথ্য ভাষার বুলি তো আছেই! মাঝে মধ্যে সংগঠনের কাজে নেত্রীরা বাইরে যাওয়ার কথা বললে অভুক্ত অবস্থায় চলে যেতে হয়। আবার হোস্টেলে ফিরে দেখা যায় ডাইনিংয়ের সময় শেষ। যার ফলে ওইদিনটা না খেয়েই থাকতে হয়। তারপরও তারা অনেক ভালোই আছে। কিন্তু যারা নেত্রীদের রুমে থাকে, তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। নেত্রীদের কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে রান্না-বান্না, ঘর পরিষ্কার ও মেঝে মোছাসহ নানা ধরনের কাজ করতে হয় তাদের। সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা যায় না। রুমে কারোর সঙ্গে ফোনে কথা বলা যায় না। তবে রাতে নেত্রীর টেলিফোনে কল এলে সবাইকে বাইরে চলে যেতে হয়। মূলত আবাসন সমস্যার জন্য তাদের নেত্রীদের অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করতে হয়।

রাজিয়া হলের এক হোস্টেল অফিস সহকারী এ প্রতিবেদককে বলেন, 'সিটের জন্য হোস্টেল সুপারকে খুঁজে কোনো লাভ নেই। নেত্রী ধরো, সিট পেয়ে যাবে'।

জামালপুরের মেয়ে জেসমিন শামীমা নিঝুম বর্তমান ছাত্রলীগের ইডেন শাখার সভানেত্রী। তিনি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত। দুই বছর আগে মাস্টার্স শেষ করার কথা থাকলেও রাজনৈতিক কারণে তা করতে পারেননি বলে বলা হচ্ছে। তবে সিট ও ভর্তি বাণিজ্যের পুরো বিষয়টি অস্বীকার করে নিঝুম বলে, তারা বেআইনিভাবে কোনো ছাত্রীকেই হলে ওঠায় না।

অফিস সূত্রে জানা যায়, গত বছরের আগস্টে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তখন নির্বাচিত ছাত্রীদের সিটের জন্য সোনালী ব্যাংক শাখায় ৬ হাজার ৭০০ টাকা জমা দিতে হয়েছে। যেসব ছাত্রী নেত্রীদের মাধ্যমে অনুমোদনহীনভাবে হোস্টেলে অবস্থান করছিল, সিট বরাদ্দের সময় তারা বৈধভাবে সিট পান। তখন তাদের আবার ৬ হাজার ৭০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হয়েছে। এভাবে বৈধ-অবৈধ মিলিয়ে একটা সিটের জন্য অনেক ছাত্রীকে ১৫-২০ হাজার টাকা খরচ করতে হয়।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের ইডেন শাখার সভাপতি তাপসী রাবেয়া আঁখি বলেন, সারাদেশে সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সিট বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য ও দখলদারিত্ব চলছে। ইডেন কলেজ এর ব্যতিক্রম নয়।

তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, ছাত্রলীগের নেত্রীদের এ ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডে সরাসরি প্রশাসন সহযোগিতা করছে। তিনি মনে করেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এ ধরনের অবৈধ বাণিজ্য প্রতিরোধ করা উচিত।

সরেজমিন ঘুরে জানা যায়, অনুমতি ছাড়া হলে অবস্থানরত ছাত্রীদের বেশিরভাগ নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তাদের পরিবারের পক্ষে ঢাকায় রেখে মেয়েকে পড়ানো কষ্টসাধ্য। সেখানে শুধু একটি সিটের জন্য তাদের অতিরিক্ত ১৪ থেকে ১৫ হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে। সূত্র জানায়, বর্তমানে হলগুলোতে যতো সিট খালি আছে তার ৩০ ভাগ নিঝুমের জন্য বরাদ্দ। তিনি এসব সিট ইচ্ছামতো বরাদ্দ দিতে পারবেন- এটাই অলিখিত নিয়ম। গত বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ মাহফুজা চৌধুরী অবশ্য পুরো বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, এসব ভিত্তিহীন কথার কোনো মূল্য নেই। কলেজের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য একটা চক্র এ রকম কুৎসা রটাচ্ছে।